‘কর্মক্ষেত্র’ এই সময়ের বিশল্যকরণী

‘কর্মক্ষেত্র’ ২৫ বছর পূর্ণ করল। ২৫ বছর ধরে এই কাগজটি নানাভাবে জনসেবার কাজই করে আসছে। শিক্ষা, কর্ম, স্বাবলম্বী হবার জন্য নানা জীবিকার প্রশিক্ষণ, এই স-ব বিষয়েই ‘কর্মক্ষেত্র’ পঁচিশ বছর ধরে সেই মানুষদের সেবা করছে, যাদের দরকার ছিল হাত বাড়ালেই মিলবে এমন এক বন্ধুর। ‘কর্মক্ষেত্র’ পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। যারা ‘কর্মক্ষেত্র’-র সহায়তায় কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই ‘কর্মক্ষেত্র’-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।

পঁচিশ বছরের যুবক ‘কর্মক্ষেত্র’ প্রথম থেকেই ছোটখাটো ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে। টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন? ‘কর্মক্ষেত্র’ এত বছরে, এরকম অন্তত এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন। মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন বিশল্যকরণী। আমি তো ‘কর্মক্ষেত্র’কে বলব বিশল্যকরণী। ‘কর্মক্ষেত্র’ যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন নতুন জীবনের রসদ পায়।

মহাশ্বেতা দেবী